পতাকা তৈরির ব্যস্ততা। ছবি ঃ সৌরভ জোয়ারদার

ফুড এটিএম চালু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ জুন ঃ কারও বাড়ির বেঁচে যাওয়া খাবারে অভুক্ত পেটের খিদে মেটানোর ভাবনা থেকে অনেকদিন আগেই দক্ষিণ ভারতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালু হয়েছিল ফুড এটিএম। অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহ করে রেফ্রিজারেটরে রেখে অভুক্তদের সেই খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবারের সেই রেফ্রিজারেটরকেই 'ফুড এটিএম' নাম দিয়েছিল উদ্যোক্তারা। দক্ষিণ ভারতের আদলে ২০১৭-র ১৫ আগস্ট চার বন্ধুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতায় রাজ্যের প্রথম ফুড এটিএম চালু করেছিলেন রেস্তোরাঁ মালিক আসিফ আহমেদ। এবার ফুড এটিএম চালু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং শিলিগুড়িতে একসঙ্গে ফুড এটিএম চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে সমাজসেবী সংগঠন ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন। যদিও মাস ছয়েক আগে থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ির অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহ করে তা গরিব, অভুক্তদের পরিবেশনের কাজ শুরু করেছে সংগঠনটি। বর্তমানে তারা সংগৃহীত খাবার নিজেদের বাড়ির রেফ্রিজারেটরে রাখছে। এবার তিন শহরের নির্দিষ্ট এলাকায় রেফ্রিজারেটর বসিয়ে বড়ো উদ্যোগে অভুক্তদের খাবার দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন।

কোচবিহারের দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি, গুঞ্জবাড়ি, নিউ কোচবিহার, সাগরদিঘির পাড় এলাকা এবং আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার শহরের সূর্যনগরে সংগঠনের সদস্যদের বাড়ির মোট ৬টি রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত খাবার সরবরাহ করছে সংগঠনটি। এখন শুধু বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠান থেকে অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের কর্তারা। তবে কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে খাবার দিয়ে গেলে সেটাও গ্রহণ করা হয়। উত্তরবঙ্গজুড়ে নিয়মিত রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি, 'বাড়িয়ে দাও তোমার হাত' এই পোশাকি ব্যানারে ক্ষুধার্তদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন।

সংগঠনের সম্পাদক রাজা বৈদ্য বলেন, 'আমরা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি- এই তিন শহরে প্রাথমিকভাবে ৬টি ফুড এটিএম চালুর পরিকল্পনা করেছি। সেভাবেই কাজ এগোচ্ছে। সকাল, দুপুর ও রাতের নির্দিষ্ট সময়ে এটিএমগুলি চালু থাকবে। পরবর্তী সময়ে ২৪ ঘণ্টার জন্য এটিএম চালু রাখা হবে। আমাদের নির্দিষ্ট ফোন নম্বর দেওয়া থাকবে। সেই নম্বরে যোগাযোগ করে যে কেউ বাড়ি, রেস্তোরাঁ বা উৎসব, অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত খাবার এটিএমে দিয়ে যেতে পারবেন। আমাদের সদস্যরাও গিয়ে খাবার সংগ্রহ করবে।' যে খাবার দেওয়া হবে সেগুলির গুণগত মান কীভাবে যাচাই করা হবে ? এই প্রশ্নে সংগঠনের সভাপতি নবেন্দু ভদ্র বলেন, 'সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা প্রকল্পটি চালাচ্ছি। যাঁরা খাবার দেবেন, তাঁরা ভালো মানসিকতা থেকেই দেবেন এটাই আশা করব। তা সত্ত্বেও আমাদের সদস্যরা খাবার যাচাই করে নেবেন। যাঁরা খাবার দেবেন তাঁদের নাম, ফোন নম্বরও সংগ্রহ করে রাখা হবে। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সাহায্যকারীদের তালিকাও প্রকাশ করব যাতে আরও অনেক বেশি করে মানুষ এগিয়ে আসেন।'

ফুড এটিএম চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষও।

পাহাড়ের ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি এনেছে বিশ্বকাপ

দার্জিলিং, ১২ জুন ঃ সকাল-বিকেল পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ক্রেতাদের ভিড়। পা রাখার জায়গা নেই দার্জিলিংয়ের 'বিশ্বকাপ গলি'তে। পাহাড়ে বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনায় তাই হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ীদের মুখে। বিশ্বকাপের পতাকা বানানো, ডিজাইন করা, ছবি আঁকা থেকে খেলার সরঞ্জাম বিক্রি করে ভালো মুনাফা করছেন ব্যবসায়ীরা। বেকারিগুলিতে তৈরি হচ্ছে বিশ্বকাপের কেক। বিক্রি বেড়েছে টিভির। রমরমা হয়েছে রং ব্যবসায়ীদের কারবারও।

পাহাড়ে পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন তৈরি ও বিক্রির প্রধান ঘাঁটি চকবাজার। বাজারে ট্রাফিক পুলিশের দপ্তরের পাশের গলিতে ঢুকলেই মিলবে বিশ্বকাপের যাবতীয় সরঞ্জাম। চাহিদা অনুসারে অর্ডারও দেওয়া যাবে সেখান থেকেই। তাই স্থানীয় লোকজন গলির নাম রেখেছেন বিশ্বকাপ গলি। সমর্থক দলের টুপি, ব্যাজ, স্টিকার, পতাকা, ব্যানার থেকে বেলুন সব কিছুই পাওয়া যাবে সেই গলিতে। পতাকা, ব্যানার তৈরির দোকানও আছে ওই গলিতেই। গলিতে খোঁজ করলেই মিলবে মেকআপ আর্টিস্টও। পছন্দের খেলোয়াড়ের আদলে চুলের ছাঁট দেওয়া, গালে বা পিঠে ট্যাটু তৈরি- সব ইচ্ছেই পূরণ হবে বিশ্বকাপ গলিতে। বিশ্বকাপের জন্য কেউ র‍্যালি বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান করতে চাইলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের লোকজনও পাওয়া যাবে সেখানে। চকবাজারের ওই গলি থেকেই গোটা পাহাড় এবং সমতলের কোনো কোনো এলাকায় সরবরাহ হচ্ছে বিশ্বকাপের সরঞ্জাম।

পতাকা ডিজাইন ও ছবি আঁকার কাজ করেন শিল্পী সুমন সারকু। তিনি বলেন, 'বিশ্বকাপের জন্য প্রতিদিনই প্রচুর অর্ডার মিলছে। একমাস ধরে দিনরাত কাজ করে বিশ্রাম নেওয়ার ফুরসত পাচ্ছি না। রোজগারও হচ্ছে প্রচুর। পাহাড়ের বাইরেও শিলিগুড়ির একাধিক সংস্থার পতাকা ডিজাইনের অর্ডার আছে।' বিশ্বকাপ গলির নামকরা দর্জি মজিদ আলি। তিনি বলেন, 'এখন তো নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। ভোরে দোকান খুলে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করছি। দিনে ৭০টার উপর পতাকা, ব্যানার সেলাই করছি। এখনও প্রচুর ডেলিভারি বাকি আছে। আমরা খুবই খুশি। বিশ্বকাপ ফুটবলের দৌলতে আয় অনেকটাই বেড়েছে।' গলির বিকাশ বিত্রিকোটির ছোট্ট দোকানে প্রতিদিনই উপচে পড়ছে ভিড়। বিশ্বকাপের সব ধরনের সরঞ্জাম পাওয়া যায় বিকাশবাবুর দোকানে। তিনি বলেন, 'সারা বছর যা ব্যবসা হয়, বিশ্বকাপের এই কয়েকটা দিন তার থেকে বেশি বিক্রি হয়। পর্যটকরাও অনেক জিনিসপত্র কেনে। তাছাড়া পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় আমরা পাইকারি সরবরাহ করি।' চকবাজার ব্যবসায়ী অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা বিনয় প্রধান বলেন, 'বিশ্বকাপের জন্য পোশাক থেকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট- সমস্ত ব্যবসায়ীর আয় বেড়েছে। আমরা খুবই খুশি।'

বঞ্চনার অভিযোগ কামতাপুরিদের

জলপাইগুড়ি, ১২ জুন ঃ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির সহসভাপতি অতুল রায়। মঙ্গলবার আকাদেমির নতুন অফিসে প্রথম বোর্ড মিটিংয়ে তিনি বিষয়টি নিয়ে সরব হন। এদিন কামতাপুরি নেতা অতুলবাবু বলেন, 'রাজ্য সরকার জিটিএ প্রধান বিনয় তামাংকে পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি পাহাড়ের ১৫টি জনজাতি বোর্ডকে ১০ কোটি টাকা করে দিয়েছে। কিন্তু কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির জন্য অফিস ছাড়া কিছুই বরাদ্দ করা হয়নি। আকাদেমির তহবিল শূন্য, এমনকি অফিসে কোনো কর্মীও নেই। কীভাবে কাজ চলবে তা কেউই জানেন না।' এই ভাষার ব্যাকরণ তৈরি সহ একগুচ্ছ কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে আকাদেমির সভাপতি নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। যদিও আকাদেমি গঠনের জন্য অতুলবাবু মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অতুলবাবু এদিন রাজবংশী ভাষা আকাদেমির বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের অভিযোগও তুলেছেন। যদিও রাজবংশী ভাষা আকাদেমির প্রধান তথা জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন বলেন, 'আমরা কারও বিরুদ্ধেই কোনো কিছু বলিনি।' অন্যদিকে, বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত জনজাতির কথাই চিন্তা করেন। কামতাপুরি ভাষা আকাদেমিও দ্রুত অর্থ পাবে বলে আমার ধারণা।'

মাকে খুনের দায়ে সশ্রম কারাদণ্ড

ইসলামপুর, ১২ জুন ঃ মাকে খুনের দায়ে ছেলেকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আসামির নাম গৌতম দত্ত। বাড়ি ইসলামপুরের কলেজমোড় এলাকায়। মামলার বিবরণে সরকারি আইনজীবী জামালুদ্দিন জানান, ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর সকালে আসামি তার মা পার্বতী দত্ত-(৫৯) কে মাথায় বাটাম দিয়ে মারলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এই মর্মে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আসামির বোন অন্নপূর্ণা দত্ত। পুলিশ ওই দিনই গৌতম দত্তকে গ্রেফতার করে। ওই মামলার তদন্তকারী অফিসার রবীন তামাং চার্জশিট তৈরি করেন। মামলায় আদালত ১৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করে। ইসলামপুরের অতিরিক্ত বিচারবিভাগীয় আদালতের বিচারক অরুণ রাই এদিন আসামির ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। মামলাকারী অন্নপূর্ণা দত্ত জানান, আদালতের প্রতি তাঁদের আস্থা রয়েছে। তাঁরা আদালতের রায়ে খুশি।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ডালখোলা, ১২ জুন ঃ ইদের বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দুজন। মঙ্গলবার বিকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে ডালখোলা থানা এলাকার নিচিতপুর এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে, এদিন বিকালে কিশনগঞ্জ থেকে ইদের বাজার সেরে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন বিহারের বাইসি থানার পুরানাগঞ্জের বাসিন্দা মুস্তাফির আনসারি (২৭)। বাইকে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও ভাই। নিচিতপুর এলাকায় হঠাৎই মুস্তাফির বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মুস্তাফিরের। গুরুতর জখম হন তাঁর স্ত্রী ও ভাই।

বর্ষায় সম্ভাব্য ক্ষতির মোকাবিলায় প্রস্তুত রেল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ জুন ঃ পুনরাবৃত্তি রোধে তৎপর রেল। গতবছরের মতো এবার যাতে বর্ষার সময় সমস্যায় পড়তে না হয় তার জন্য আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নদীর ওপর নজরদারি রাখছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। বেশ কিছু সেতু মেরামতির পাশাপাশি আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন রেলকর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মার বক্তব্য, 'অতীত রেকর্ড পর্যালোচনা করে সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে।' গত বছর প্রবল বর্ষণের জেরে কাটিহার ডিভিশনের তেলতা-সুধানির মাঝে একটি সেতুর ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি একাধিক জায়গায় রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার জেরে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে দীর্ঘদিন রেলপথে বিচ্ছিন্ন ছিল উত্তর-পূর্ব ভারত। প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় রেলকে।

গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বছর ভয়াবহ হয়ে ওঠা নদীগুলিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি দুর্বল সেতুগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে রাখা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রেলমন্ত্রকের নির্দেশে বর্ষা মোকাবিলার জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৪টি ডিভিশনে অসুরক্ষিত হিসেবে ৩২টি জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে লামডিংয়ে ১৪, রঙ্গিয়াতে ৯, তিনসুকিয়ায় ৮টি এবং বাকিটি আলিপুরদুয়ারে। জায়গাগুলি চিহ্নিত করার পর গত কয়েকমাস ধরে বর্ষার সময় ভয়ংকর হয়ে ওঠা নদীগুলির ওপর থাকা সেতুগুলির পিলারের চারদিকে বোল্ডার বিছানোর পাশাপাশি তারজালি দিয়ে তা বাঁধা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে 'স্টিল চ্যানেল ব্লক' করা হয়েছে। রেলের এক বাস্তুকার জানান, এরফলে জলের ধাক্কায় সেতুর পিলারের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। গত বছর প্রবল বর্ষণের জেরে কাটিহার ডিভিশনের তেলতা-সুধানির মাঝে থাকা একটি সেতু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল দীর্ঘদিন। এমনকি পুজোর সময়ও বেশ কিছু ট্রেন বাতিল ছিল। তবে ওই ঘটনার পর কাটিহার ডিভিশনের সমস্ত সেতু মেরামতি হওয়ায় সেখানে আর কোনো দুর্বল সেতু বর্তমানে নেই বলে রেলকর্তাদের বক্তব্য। নদীর গতিপ্রকৃতি জানতে এবার আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি জিপিএস প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এরপরেও যদি অঘটন ঘটে, তার মোকাবিলার জন্য কতগুলি অঞ্চল ভাগ করে মোট ১৮৪ ওয়াগান বোল্ডার রাখা হয়েছে। যা প্রয়োজনভিত্তিক কাজে লাগানো হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা জানান, ২৪ ঘণ্টা নদী এবং সেতুগুলির ওপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নজর রাখা হচ্ছে রেল ট্র্যাকগুলির ওপর। তাঁর আশা গত বছরের পুনরাবৃত্তি এবার ঘটবে না।

শান্তি ফিরেছে

নকশালবাড়ি, ১২ জুন ঃ সোমবার আদালতের নির্দেশে জমি দখলমুক্ত করতে গিয়ে নকশালবাড়ির কেতুগাবুরজোতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। জবরদখলে অভিযুক্ত পরিবারের এক মহিলা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগানোর হুমকি দেওয়ায় চাঞ্চল্যও ছড়িয়েছিল। মঙ্গলবার অবশ্য ওই এলাকায় শান্তি ফিরে এসেছে। এদিন কেতুগাবুরজোতে গিয়ে দেখা গেল, ওই জমির চারদিকে ইট, টিন, কাঠ ছড়িয়ে রয়েছে। জবরদখলে অভিযুক্ত মহম্মদ পাথারুর নিজস্ব যে জমি রয়েছে, সেখানে যাতে তিনি ঘর তৈরি করে থাকতে পারেন, সেজন্য সাহায্য করা হবে বলে মামলাকারীর পক্ষে রইস খান জানান। সোমবারের ঘটনায় পুলিশ যাঁদের আটক করেছিল, তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনি পুলিশকে অনুরোধ করেছেন।

ইদ নিয়ে বৈঠক করণদিঘিতে

করণদিঘি, ১২ জুন ঃ শান্তিপূর্ণভাবে ইদ উৎসব পালনের লক্ষ্যে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল করণদিঘি থানার মিটিং হলে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন করণদিঘির বিডিও ওয়াংদি গ্যালপো ভুটিয়া, এসডিপিও সোমনাথ ঝা, আইসি পরিমল সাহা, ইদগাহের সম্পাদক, সভাপতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। ইদে শান্তি বজায় রাখার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

ইফতার পার্টি ঃ খড়িবাড়ি থানার পুলিশের উদ্যোগে সব রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে মঙ্গলবার আয়োজন করা হল ইফতার পার্টির। ওই পার্টিতে ইদ সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য সকলের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয় পুলিশের তরফে। পুলিশ জানিয়েছে, অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ সক্রিয় থাকবে। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা পুলিশের ডিএসপি (রুরাল) প্রবীর মণ্ডল, খড়িবাড়ি থানার ওসি শমীক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

গরহাজির প্রধান ও উপপ্রধান

নকশালবাড়ি, ১২ জুন ঃ গত ৬ জুন নকশালবাড়ির বিডিও অনাস্থা বিষয়ক সভা ডাকার আগে থেকেই নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান কার্যালয়ে আসছেন না। ফলে প্রায় পনেরো দিন ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতে কার্যত অচলাবস্থা চলছে। গ্রামবাসীদের বিভিন্ন দরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ নথিতে প্রধানের স্বাক্ষর মিলছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রচুর সাধারণ মানুষ। প্রধান ও উপপ্রধানের অভাবে তাঁদের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে যাচ্ছে। বারবার ফোন করা হলেও প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। নকশালবাড়ির বিডিও বাপি ধর বলেন, পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১২ জুন ঃ জলপাইগুড়ি পুরসভার বিকল সেস পুল ক্লিনার মেরামত করবার দাবি জানালেন পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অম্লান মুন্সী। অম্লানবাবু মঙ্গলবার পুরপ্রধানকে এ বিষয়ে স্মারকলিপি দেন।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

প্রায় প্রতি বছর রাজ্যে কোনো না কোনো নির্বাচন থাকার জন্যই কি উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

রাজনৈতিক কারণেই কি রাহুল গান্ধির ইফতার পার্টিতে আমন্ত্রণ পাননি প্রণব মুখোপাধ্যায় ?

হ্যাঁ	না
৭৭%	২৩%

দিনের কথা

মনে হয় সারা দুনিয়া এই মুহূর্তটাকে দেখছে। পৃথিবীর অনেকের কাছে মনে হচ্ছে এটা রূপকথা... সায়েন্স ফিকশন মুভি।

– কিম জং উন

(বৈঠকে দোভাষীর মাধ্যমে ট্রাম্পের উদ্দেশে)

আবহাওয়া

১২ জুনের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৪.৮	২৬.৪
শিলিগুড়ি	৩৪.২	২৪.৫
জলপাইগুড়ি	৩৭.৮	২৫.২
কোচবিহার	৩৫.১	২৬.১
আলিপুরদুয়ার	৩৪.৮	২৬.০
মালদা	৩৬.৩	২৮.৭
রায়গঞ্জ	৩৫.৭	২৬.৫
গ্যাংটক	২৪.৭	১৭.৩

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

গ্যারেজ মালিককে ধারালো অস্ত্রের কোপ

শিলিগুড়ি, ১২ জুন ঃ পুরোনো গাড়ি কিনতে এসে গ্যারেজ মালিককে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিকেলে এই ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানা সংলগ্ন চেকপোস্ট এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় গ্যারেজ মালিক প্রদীপ ঘোষকে উদ্ধার করে একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে। প্রদীপবাবুর পরিবারের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে ভক্তিনগর থানায় গোটা ঘটনা জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে পেরেছে বলে খবর। তার উপরে নজরদারিও চালাচ্ছে পুলিশ।

সমরনগরের বাসিন্দা প্রদীপ ঘোষের চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি গ্যারেজ রয়েছে। মূলত পুরোনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা তাঁর। এদিন এক ব্যক্তি একটি পুরোনো গাড়ি কিনতে আসেন প্রদীপবাবুর গ্যারেজে। অগ্রিম হিসেবে নগদ ২০ হাজার টাকা দেন প্রদীপবাবুকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ হঠাৎই দুইপক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপরেই দেখা যায় রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছেন প্রদীপবাবু। তাঁর আগে আগে রক্তমাখা চাকু হাতে দৌড়াচ্ছে ওই ব্যক্তি। কিছুটা দূরে গিয়েই প্রদীপবাবু পড়ে যান। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেই সময় অভিযুক্তকে ধরতে গেলে সে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর যায় ভক্তিনগর থানায়। খবর পেয়েই ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা চাকু উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় একটি মোবাইল ফোন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। নার্সিংহোম সূত্রে খবর, বর্তমানে প্রদীপবাবুর অবস্থা স্থিতিশীল। এক পুলিশকর্তা জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হলেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হবে। এবিষয়ে ডিসিপি (জোন-১) গৌরব লালের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

ইদের আনন্দ বিষাদে পরিণত

জামালদহ, ১২ জুন ঃ এবার আর কোনোভাবেই ইদের আনন্দে মেতে উঠতে পারছেন না জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরবাড়ির মুসলিম সমাজের বাসিন্দারা। ইদ এবার আনন্দ নয়, তাঁদের কাছে নিয়ে এসেছে বিষাদ। কারণ পবিত্র রমজান মাসেই রাজনৈতিক হিংসায় নিহত হয়েছিলেন রমজান মিয়াঁ। আর সেদিন থেকেই ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে হরিরবাড়ি। এলাকার পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। আর সেজন্যই ইদের কথা মনে পড়লেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের মুখ। গত ৩ জুন রমজান মাস চলাকালীন হরিরবাড়িতে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষে সিপিএম কর্মী রমজান মিয়াঁর মৃত্যু হয়। সেদিন থেকে এলাকায় এখনও পুলিশি টহলদারি চলছে। স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি জনজীবন। রমজান মিয়াঁকে খুনের অভিযোগে মেখলিগঞ্জ থানায় ২৩ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তাঁদের চারজনকে গ্রেফতার করতে পারলেও বাকিরা ফেরার। অভিযুক্তদের মধ্যেও অনেকেই মুসলিম ধর্মাবলম্বী। তাঁরা অনেকেই রমজান মাসে রোজা রেখেছিলেন। পরিস্থিতির জেরে তাঁদের তো বটেই, তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও রোজা ভেঙে গিয়েছে।

জোট বেঁধে থাকছেন মহিলারা। ছবি ঃ রামকৃষ্ণ বর্মন

রমজান মিয়াঁকে হত্যায় যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁদের পরিবারের মহিলারা এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। আলো বিবি, সাহেনা বিবি, তমিনা বিবি, ছালেয়া বিবি সহ অন্যরা জানান, ওই বাড়িতেই তাঁদের খাওয়াদাওয়া ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁরা জানান, অত্যন্ত আতঙ্কে রয়েছি। বাড়ির পুরুষরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে গিয়েছেন। হাটবাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো যাচ্ছে না। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও রোজা রেখেছিলেন। কিন্তু রমজান মাস পুরো শেষ হওয়ার আগেই তা ভেঙে গিয়েছে। তাই তাঁদের কাছে ইদ আর খুশির বার্তাবহ হয়ে উঠছে না।

রোগ প্রতিরোধে বৈঠক

চোপড়া, ১২ জুন ঃ পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ভিলেজ রিসোর্স পার্সন (ভিআরপি)দের নিয়ে সচেতনতামূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। এদিন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে ওই বৈঠকে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভিআরপিরা অংশ নেন। দলুয়া ব্লকে বিএমওএইচ অমিত দত্ত জানান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ঝামেলা থামাতে গিয়ে ঘর মুছলেন পুলিশকর্মী

রাহুল মজুমদার ● শিলিগুড়ি

১২ জুন ঃ ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিকের মধ্যে ঝামেলা মেটাতে এসে ঘর মুছলেন এক পুলিশকর্মী। অবাক করা এমন ঘটনা ঘটেছে শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লি এলাকায়। গোটা ঘটনায় হতবাক স্থানীয়রা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। সোমবার রাতে শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লি এলাকার একটি বাড়ি থেকে শিলিগুড়ি থানায় ফোন আসে। ফোন পেয়ে পুলিশ যায় ওই বাড়িতে। বাড়ির মালকিনের বক্তব্য, কয়েকজন কলেজ ছাত্র তাঁর বাড়িতে ভাড়া থাকে। তারা প্রায়ই তারস্বরে গান বাজিয়ে হইহুল্লোড় করে। তাই তাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে বলা হয়। সেইমতো সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিল ওই ছাত্ররা। অভিযোগ, সেই সময় মহিলা ওই ঘরে এসে দেখতে পান সুইচ বোর্ড ভাঙা। মেঝেতে পড়ে রয়েছে কেরোসিন তেল। বিষয়টি দেখে বাড়ির মালিক সুইচ বোর্ড মেরামতির জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা দাবি করেন। তাঁর দাবিমতো সেই টাকা দিয়েও দেয় ছাত্ররা। পুলিশের সামনেই পুরো বিষয়টির মধ্যস্থতা হয়ে যায়। অভিযোগ, ছাত্ররা বাড়ি ছাড়ার আগেই হঠাৎ মহিলা বলে বসেন তাঁর ঘর মুছে দিয়ে যেতে হবে। এই দাবি নিয়ে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করেন ওই মহিলা। ইতিমধ্যে ঘটনার জেরে রীতিমতো বিরক্ত বোধ করছেন উপস্থিত এক পুলিশকর্মী। মহিলাকে তিনি বেশ কয়েকবার বোঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি বুঝতে চাননি। এরপরই হাতের কাছে একটি কাপড়ের টুকরো পেয়ে নিজেই ঘর মোছার কাজে নেমে পড়েন ওই পুলিশকর্মী। অনেক কষ্টে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যান স্থানীয়রা। এরপরই শান্ত হন ওই মহিলা।

বদলাচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতি ও সিলেবাস

প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষার সময় বাদ দিয়ে অন্তত ৯০টি শিক্ষাদিবস থাকতে হবে। প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম সিমেস্টার জুলাই থেকে ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সিমেস্টার জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ১০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির জন্য ৫ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। সিমেস্টার শেষে প্রতিটি পেপারে ৬০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। আগে অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের যেখানে অনার্সের পাশাপাশি দুটি করে পাসের বিষয় পড়তে হত, এখন সেখানে একটি করে পাসের বিষয় পড়তে হবে।

এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে দুটি ভাগে কয়েকটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দুটি সিমেস্টারে গ্রুপ 'এ' থেকে একটি বিষয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিমেস্টারে গ্রুপ 'বি' থেকে একটি বিষয় বেছে নিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সিমেস্টারে যথাক্রমে পরিবেশবিদ্যা ও ভাষা বিভাগের যেকোনো একটি বিষয় বাধ্যতামূলক। পরিবেশবিদ্যার ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের এবং একটি ভাষা (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও নেপালি) বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এরমধ্যেও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও উপস্থিতির জন্য ১০ ও ৫ করে মোট ১৫ নম্বর বরাদ্দ থাকছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সিমেস্টারে অনার্সেরই একটি বিষয়ে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ কোর্স করতে হবে। এই সবকিছুর সঙ্গে বদলে যাচ্ছে প্রশ্নপত্রের ধরনও। বড়ো প্রশ্নের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে জোর দেওয়া হয়েছে ছোটো প্রশ্নের ওপর। শিক্ষাবিদদের ধারণা, সিবিসিএস চালু হলে পরীক্ষায় পাস করা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে পড়ুয়াদের পক্ষে। সেইসঙ্গে পড়াশোনার চাপও অনেকটাই কমবে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দিলীপকুমার সরকার বলেন, 'ছাত্রদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। এখন থেকে ছাত্ররা নিজেরাই সাবজেক্ট কম্বিনেশন প্রয়োজনে বদল করতে পারবে। গোটা বিশ্বেই এখন এই সিস্টেম চলছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন থেকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করবে।'

ছন্নছাড়া পোর্তুগাল

প্রথম পাতার পর

এরপর গেট দিয়ে ঢুকতে গেলে সারা শরীর তল্লাশি ছাড়াও ফোন, ল্যাপটপ সবকিছু চালু করে দেখাতে হবে। সবমিলিয়ে যেন একটা রাজকীয় দুর্গে প্রবেশ। যে মাঠে অনুশীলন করছেন রোনাল্ডোরা, ঠিক তার গা ঘেঁষেই গড়ে ওঠা রিসর্টে থাকছে পোর্তুগাল দলটা। এই অঞ্চলের বাড়িগুলোর মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে মস্কোর বাকি অংশের সঙ্গে। দেখা গেল, এখানকার বাড়িগুলো তৈরি যেন খানিকটা পোর্তুগিজ ধাঁচে। সেখানেই সাততারায় বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে রোনাল্ডোদের জন্য। তবে এতকিছুর পরেও অবশ্য ইউরো জয়ীদের নিয়ে এখনও আশার আলো দেখছেন না কেউই। পরিস্থিতির বদল ঘটতে পারে একমাত্র যদি শুক্রবার কোনো অঘটন ঘটে যায়। নাহলে কিন্তু সেই সের্গিওরা ফের, 'হাহ্, রোনাল্ডো নাকি সেরা' বলার সুযোগ পেয়ে যাবেন।

অস্ত্রশূন্য করার প্রতিশ্রুতি

প্রথম পাতার পর

শনিবার ট্রাম্প বলেছিলেন, কিমের সঙ্গে বৈঠকের এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বুঝে যাবেন সাফল্য মিলবে কিনা। প্রথম পর্যায়ের বৈঠক চলে ৪০ মিনিট। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকে উভয় দেশের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই সময় কিম বলেন, 'বিশ্বের বহু মানুষ এই মুহূর্তটি দেখছেন। অনেকেই এই দৃশ্যকে সায়েন্স ফিকশন মুভি বলে মনে করবেন।' বৈঠকের অগ্রগতি সম্পর্কে কিম বলেন, 'আমরা এই বৈঠকে সব ধরনের সংশয় ও অনুমান পেরিয়ে আসতে পেরেছি।' দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলেন বিদেশসচিব মাইক পম্পেও, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোলটন এবং হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ জন কেলি। অন্যদিকে, কিমের সঙ্গে ছিলেন উত্তর কোরিয়ার প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান কিম ইয়ং চোল, বিদেশমন্ত্রী রি ইয়ং হো এবং শাসক দলের ভাইস চেয়ারম্যান রি সু ইয়ং। পরে মাইক পম্পেও বলেন, 'উত্তর কোরিয়া যে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে আন্তরিক পদক্ষেপ করছে, তা তাদের প্রমাণ করতে হবে। যদি এই কূটনৈতিক প্রক্রিয়া সঠিক দিকে না এগোয় তাহলে নিষেধাজ্ঞার মাত্রা আরও বাড়বে।' পরে হোয়াইটহাউসের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া যত দ্রুত এগোবে বলে ভাবা হয়েছিল, তার থেকেও অনেক দ্রুত এগিয়েছে। সেই কারণে ট্রাম্পের সফরসূচিতেও পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি কিছুটা আগে আমেরিকায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তৈরি হচ্ছে ঘর, চলতি মাসেই গৃহপ্রবেশ শিলাবতীদের

লাটাগুড়ি, ১২ জুন ঃ মহাকালপুজোর পর ভালো দিনক্ষণ দেখে চলতি মাসেই নতুন ঘরে গৃহপ্রবেশ করবে শিলাবতী ও রামি। তাদের স্বপ্নের ঘর তৈরির কাজও জোরকদমে চলছে। গরুমারা জঙ্গলের মেদলায় এতদিন খোলা আকাশের নীচে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে কাটাতে হত তাদের। অন্য কুনকিদের ঘর থাকলেও তাদের দুজনের মাথাগোঁজার ঠাঁই ছিল না। অবশেষে নতুন ঘর পেয়ে অন্য সহকর্মীদের সমান 'স্ট্যাটাস' পেতে চলেছে তারা।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানে এখন উনিশটি কুনকি হাতি রয়েছে। তাদের মধ্যে ধূপঝোরায় সাতটি, গরুমারা ও মেদলায় চারটি করে এবং টুন্ডু ও গরাতিতে দুটি করে কুনকি হাতি আছে। এই পাঁচটি জায়গাতেই পিলখানায় কুনকি হাতিগুলিকে রাখা হয়। তাদের কাজও রয়েছে হরেকরকমের। অতন্দ্র প্রহরীর মতো জঙ্গল পাহারার পাশাপাশি পর্যটকদের পিঠে বসিয়ে জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখানো- নানারকম কাজই কুনকি হাতিদের করতে হয়। কিন্তু বেশকিছু কুনকির মাথার উপর শেড না থাকায় রোদ-জলের মধ্যে খোলা আকাশের নীচেই তাদের কষ্ট করে থাকতে হচ্ছে। এবার তাদের জন্যই বন দপ্তর শেড দেওয়া নতুন ঘর তৈরি করছে। আর এই তালিকায় রয়েছে মেদলার দুই কুনকি শিলাবতী ও রামি। তাদের ঘর তৈরি ঘিরে গরুমারায় এখন সাজোসাজো রব।

মেদলার পিলখানায় শিলাবতী ও রামি ছাড়া আরও দুটি কুনকি হাতি রয়েছে। তারা হল মেঘলাল ও মূর্তিরানি। মেঘলাল ও মূর্তিরানির জন্য পিলখানায় শেড থাকলেও রামি ও শিলাবতীর কোনো শেড ছিল না। দীর্ঘদিন খোলা আকাশের নীচে কাটানোর পর অবশেষে তারা নিজেদের শেড পেতে চলেছে। অপর দুই সহকর্মীর পাশেই তাদের শেড দেওয়া ঘর তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে জোরকদমে সেই কাজ চলছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী জানান, প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামি ও শিলাবতীর ঘর তৈরি হচ্ছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই নির্মাণকাজ শেষ হবে। তারপর ভালো দিনক্ষণ দেখে মহাকালপুজোর পর গরুমারার ঘরবিহীন দুই কুনকি গৃহপ্রবেশ করবে।

কুনকি হাতিদের নতুন আবাস তৈরি করা হচ্ছে। ছবি ঃ শুভদীপ শর্মা